দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 13 DEC 1998
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

মাস্টার্স প্রাইভেট ভর্তি প্রসঙ্গে

শিক্ষা মানুষের অধিকার। আধুনিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। তাই নিয়মিত/ অনিয়মিত পড়ালেখার পাশাপাশি প্রাইভেট ও দূরশীক্ষণের মাধ্যমেও এ বিষয়টাকে অতি গুরুত্ব প্রদান করা হচ্ছে। যা না হলে নয়। যে জাতি যত বেশী শিক্ষিত, সে জাতি তত বেশী উন্নত। তাই শিক্ষাকে মেরুদণ্ড বলা হয়েছে। গত ক'দিন আগে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এসএসসি ও এইচএসসিতে 'রেফার্ড চালু করে এক সুদূরপ্রসারী সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আমরা সচেতন দেশবাসীর পক্ষ থেকে এই পদক্ষেপের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সরকারের এ উদ্যোগকে স্বাগত জানানোর পাশাপাশি আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দৃষ্টি নিতে চাই। তা হচ্ছে উচ্চ শিক্ষার অদম্য বাসনা পূর্ণ করতে প্রতি বৎসর হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী প্রাইভেট পরীক্ষা দিয়ে পাস করছে। প্রাইভেট পরীক্ষার্থীরা সাধারণতঃ বয়সের দিক দিয়ে নিয়মিত/ অনিয়মিত ছাত্র-ছাত্রীদের তুলনায় সর্বদায় বয়স্ক। তদুপরি প্রাইভেট পাস করেও আবার পরবর্তী ক্লাসে ভর্তির জন্য এক বৎসর বাধ্যতামূলক ভর্তির সুযোগ হতে বঞ্চিত থাকতে হয়। যা সত্যিই পরিতাপের ও বৈষম্যস্বরূপ। এক বা একাধিক বছর ভর্তির সুযোগ হতে বঞ্চিত থাকলে স্বভাবতই পড়ালেখার অপূরণীয় ক্ষতি হয়। আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারী ছাত্রগণ '৯৭ সালের বিএ (পাস) ও বিশেষ পরীক্ষায় পাস করেছি। অনেকের ৫ পয়েন্ট থাকার কারণে নিয়মিত মাস্টার্স-এ ভর্তি সম্ভব হচ্ছে না। আবার প্রাইভেট পাস করার কারণে হাল সনে আমাদের ভর্তির সুযোগ নাই! প্রশ্ন হচ্ছে আমরা কষ্ট করে পড়ালেখা করলাম কেন? আমরা কি উচ্চ শিক্ষার অধিকার হতে বঞ্চিত হব? আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী ও জাতীয় বিঃ বিঃ কর্তৃপক্ষের কাছে আকুল আবেদন যে, আমাদের মত হতভাগা ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্চ শিক্ষার অভিলাসের কথা চিন্তা করে আসছে ভর্তির সময় প্রাইভেট মাস্টার্সে ভর্তির সুযোগ দান করলে চির উপকৃত হব।

মুহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ, জামাল উদ্দিন, মোঃ কামরুল ইসলাম, তাজুল ইসলাম, গোলাম কিবরিয়া, আব্দুল হান্নান প্রমুখ, সদর, সিলেট।